প্রত্যয়বিরহেঽপি পূষাপ্রবিষ্টাভাগো যদাগ্নেয়াষ্টাকপালো ভাবতীত্যাদিবদ্বিধিত্বমস্তি, তস্মাদ্ভারতসর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতা-ভয়মিত্যাদৌ সাক্ষাদ্বিধিশ্রবণমপ্যস্তি, তস্মাদিতি হেতুনির্দ্দেশশ্চাকরণে দোষং ক্রোড়ী-করোতি, তথাপি বিধিসাপেক্ষেয়ং ন ভবতীতি, তথাভূতস্বভাবাগ্নিলক্ষণবস্তুদৃষ্টান্তেন সূচিতম্। অতএব যানাস্থায় নরো রাজন্নিত্যাদিকমপি দৃশ্যতে। সুসমিদ্ধা-র্চ্চিরিত্যনেন সাধনান্তরসাপেক্ষত্বমশক্যসাধ্যত্বং বিলম্বিতত্বঞ্চ নিরাকৃতম্। তদেবং ব্যক্তং পাদ্মাৎ তৎক্ষণাদিতি ॥ ১১—১৪ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১২৫ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির সর্ব্ববিধপাপ বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে, তন্মধ্যে অপ্রারব্ধ অর্থাৎ যে পাপের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল পাপ বিনাশ করিবার ক্ষমতা বলিতেছেন। যথা—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১১।১৪।১৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি নিখিল পাপ-রাশিকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১২৫ ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা, যথা—যেমন পাককার্য্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমুদায়কে ভস্মসাৎ করে, তেমনি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারাও কোন প্রকারে মদ্বিষয়া ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত পাপরাশিকে বিনাশ করিয়া থাকে। এস্থলে স্বামীপাদের এইরূপ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এই যে—অগ্নি প্রজ্বালনের মুখ্য উদ্দেশ্য রন্ধনকার্য্য নিষ্পাদন করা। আনুষঙ্গিকরূপে যেমন কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ হয়, তেমনি শ্রীভগবানের প্রেমপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তিও আনুষঙ্গিক-ভাবে কৃত, ক্রিয়মাণ ও করিষ্যমাণ—এই তিনপ্রকার পাপই নষ্ট করিয়া থাকে। ভগবান্‌ও নিজ ভক্তিমহিমায় চমকিত হইয়া শ্রীউদ্ধবকে সম্বোধন করিতেছেন—হে উদ্ধব! বিস্ময়ের কথা শুন। এই পর্য্যন্ত স্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্য যথা—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥

যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ভগবদ্বিষয়া ভক্তি পাপসকলকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে। যদ্যপি "পতিত স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ, হরিরিত্যবশেনাপি পুমান্ নার্হতি যাতনাম্॥ ৬।২।১৫। এস্থলে যদ্যপি সংকল্পপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ করে নাই অর্থাৎ এই